তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৩

**খুলনায় বিশ্ব বেতার দিবস পালিত**

খুলনা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সমাবেশ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বেতার প্রদর্শনী, অ্যাপসের উদ্বোধন, সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ খুলনায় ‘বিশ্ব বেতার দিবস’ পালিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার’।

এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে সকালে বেতারের সম্মেলনকক্ষে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে বাংলাদেশ বেতার’ বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, বাংলাদেশ বেতার দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম গণমাধ্যম। বেতারের বিশাল একটি ইতিহাস রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বেতার বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। পরিবার পরিকল্পানাসহ বিভিন্ন সফল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, বেতারের সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। বেতারের সম্প্রচার আমাদের টিকিয়ে রাখতে হবে। যুগের সাথে তালমিলিয়ে বেতারকে সামনে এগুতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সরোজ কুমার নাথ ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এতে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বেতারের আঞ্চলিক প্রকৌশলী তাজুন নাহার আক্তার। সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ড. কে এম আজহারুল হাসান।

সেমিনারে খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার এ এস এম কবীর, খুলনা বেতারের আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোঃ নূরুল ইসলামসহ বেতারের কর্মকর্তা, শিল্পী-কলাকুশলীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দর্শক শ্রোতাদের অংশগ্রহণে কুইজ ও লেখক শ্রোতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ করেন। এর আগে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে দিবসটি উপলক্ষ্যে খুলনা বেতার প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

#

সুলতান/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬২

**ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে সাত প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল**

ময়মনসিংহ, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

১৩ ফেব্রুয়ারি শেষদিন পর্যন্ত ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সাত প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়নপত্র জমাদানের মাধ্যমে মেয়র পদের জন্য প্রার্থী হন। সেইসাথে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ১১টি পদের বিপরীতে ৬৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। এছাড়া ১৬৪টি মনোনয়নত্র দাখিল করা হয়েছে সিটির ৩৩টি সাধারণ ওয়ার্ডের বিপরীতে।

ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৪ এর সহকারী রিটার্নিং অফিসার শেখ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের বরাতে জানা যায়, জাতীয় পার্টির দলীয় প্রার্থী হিসেবে শহিদুল ইসলাম মেয়র পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মোঃ গোলাম ফেরদৌস, এহতেশামুল আলম, সাদেকুল হক খান, ইকরামুল হক, ফারামার্জ আল নূর, মোঃ রেজাউল হকসহ মোট ছয়জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদের বিপরীতে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এতে করে জমাদানের শেষ তারিখ পর্যন্ত মোট ৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন।

উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ১৩ ফেব্রুয়ারি, মনোনয়নপত্র বাছাই ১৫ ফেব্রুয়ারি, রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২২ ফেব্রুয়ারি, প্রতীক বরাদ্দ ২৩ ফেব্রুয়ারি। আর ভোটগ্রহণ ৯ মার্চ সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

#

মনির/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬১

**৩ ফুটওভারব্রিজ ও ১ ব্রিজ নির্মাণ করছে চসিক**

চট্টগ্রাম, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

১৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি ব্রিজ ও তিনটি ফুটওভার বিজের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদা) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী৷

আজ উদ্বোধনকালে মেয়র বলেন, নগরীর প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রান্তিক এলাকা সব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও নিরাপদ করতে ব্রীজ, ফুটওভারব্রিজ, রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে৷ অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে রাস্তা, ফুটপাত, নালা উদ্ধার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম হবে বিশ্ববাণিজ্যের হাব, নান্দনিক নগরী৷

উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন, কাউন্সিলর মোঃ মোরশেদ আলম, শাহেদ ইকবাল বাবু, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, কাজী নুরুল আমিন, জেসমিন পারভীন জেসী, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জসিম উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, রিফাতুল করিম প্রমুখ।

ফুটওভার ব্রিজগুলো হল ৫ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে জিইসি মোড়ে চতুর্মুখী ফুটওভার ব্রিজ, ২ নং জালালাবাদ ওয়ার্ডস্থ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ সড়ক সংযোগস্থলে ১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ৮৫ ফুট দৈর্ঘ্যের ফুটওভার ব্রিজ, ৫ নং মোহরা ওয়ার্ডস্থ কাপ্তাই রাস্তার মোড়ে ১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ৮৫ ফুট দৈর্ঘ্যের ফুটওভার ব্রিজ এবং ৫ নং মোহরা ওয়ার্ডস্থ ১৩১ ফুট দৈর্ঘ্যের ৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ওসমানিয়া পি.সি. গার্ডার ব্রিজ।

#

সুব্রত/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬০

**সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা তৈরি করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বেতার**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা তৈরি করে দেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতার প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর চত্বরে ‘বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এবং ইউনেস্কোর ঢাকা অফিস প্রধান ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. সুজান ভাইজ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) মোঃ ছালাহ্ উদ্দিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা তৈরি করে দেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতার প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। তাই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতারের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এফ এম রেডিও ও কমিউনিটি রেডিওকে নিরলস কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের এ সময়ে বেতার বড় একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতা করে বেতারকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চটকদার ও সস্তা বিনোদনের পাশাপাশি মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্ভট সংবাদ প্রচার এবং অসত্য ও গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এসব প্রতিকূলতা ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও বেতার একটি নিজস্ব মানদণ্ড অনুসরণ করে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করছে।

তিনি আরো বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের মানুষের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলাদেশ বেতার অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের সহযোগী শক্তি হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বাধা সত্ত্বেও সে সময় বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তাদের দুঃসাহসী ভূমিকায় বেতারে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার হয়। মুক্তিকামী বাঙালির পাশে থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য জাতি বাংলাদেশ বেতারকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

প্রতিমন্ত্রী আরো যোগ করেন, বর্তমান সরকার দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরাম্বিত করতে তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাস করে। দেশের গণমাধ্যমসমূহ এখন স্বাধীনভাবে কাজ করছে।

এ বছরের বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য ‘শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার’-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বেতারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী-কলাকুশলীদের কাজ করে যাওয়ার জন্য এ সময় আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

#

ইফতেখার/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৯

**দেশে-বিদেশে শত ব্যস্ততার মাঝেও ঢাবিতে ক্লাস নিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

গত জানুয়ারিতে নবগঠিত মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ড. হাছান মাহ্‌মুদ দায়িত্ব গ্রহণের পরে আজই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ৭ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ’ বিষয়ক কোর্সের ওপর ক্লাস নিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, আজ দু’ঘণ্টাব্যাপী তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে উক্ত কোর্সের ওপর লেকচার প্রদান করেন। ২০১৮ সাল থেকেই ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাবির সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করে আসছেন। তিনি বিভাগের ৭ম এবং ৮ম সেমিস্টারের ‘গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ’ ও ‘ইভ্যুলেশন এন্ড আর্থ বায়োস্ফিয়ার’ এ দু’টি কোর্সে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন।

সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততা, সপ্তাহান্তে নির্বাচনি এলাকায় গমন, বিদেশ সফর ইত্যাদি ব্যস্ততার মাঝেও নিয়মিত ঢাবির সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করেন আওয়ামী লীগের এ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে এ দিন প্রথম সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগে ক্লাস নিতে গেলে বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ড. হাছানকে অভিনন্দন জানান।

রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও ড. হাছান মাহ্‌মুদ নিয়মিত খণ্ডকালীন অধ্যাপনার সাথে যুক্ত। এর আগে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলেন। তার আগে তিনি পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ স্টাডিস বিষয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন।

শিক্ষাজীবনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) থেকে রসায়ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন ড. হাছান মাহমুদ। এরপর বেলজিয়ামের ব্রিজ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ ব্রাসেলস থেকে হিউম্যান ইকোলজি এবং ইউনিভার্সিটি অভ্‌ লিবহা দু ব্রাসেলস থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

৩টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শেষে পরিবেশ রসায়ন বিষয়ে বেলজিয়ামের লিম্বুর্গ ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাম থেকে পিএইচডি করেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি ব্রাসেলসের ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে ভিজিটিং ফেলো এবং একাডেমিক বোর্ড মেম্বার হিসেবে মনোনীত হন।

#

আকরাম/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৮

**বইমেলা বাঙালির প্রাণের মিলনমেলা, আমরা চাই বিএনপি কোমর সোজা করে দাঁড়াক**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, একুশের বইমেলা প্রাণের মেলা, বাঙালির মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। তরুণ-তরুণী, শিশু-কিশোর, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সবাই মেলায় আসেন একটু নিঃশ্বাস ফেলা, বইয়ের পাতা উল্টানো, বই কেনার জন্য। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়া এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আজ রাজধানীতে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে সাংবাদিক গবেষক মুহা: মীযানুর রহমানের ‘বদলে যাওয়া বাংলাদেশ’ এবং কবি রেবেকা শিল্পীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ ‘বিমূর্ত’র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

গ্রন্থ দু’টির প্রকাশক অনার্য প্রকাশনীর চেয়ারম্যান সফিক রহমান, নদী নিরাপত্তার সংগঠন নোঙর সভাপতি সুমন শামস, ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি এইচ এম মেহেদী হাসান ও অভ্যাগত অতিথিবর্গ এ সময় মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি নির্বাচনের পর কোমর ভেঙে পড়ে গিয়েছিল, আমরা চাই তারা হতাশা কাটিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়াক।’ ‘আমরা আশা করি, বিএনপি হতাশা কাটানোর জন্য লিফলেট বিতরণ ও নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচির মধ্যেই থাকবে, পেট্রোলবোমা নিয়ে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না।’

আজকের দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ বর্ণনা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৫ বছরের আগের বাংলাদেশের সাথে আজকের অনেক পার্থক্য। আবার আজকের সাথে আগামী ১০ বছর পরের বাংলাদেশেরও অনেক পার্থক্য হবে। পদ্মা সেতু, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেট্রোরেলে ভ্রমণ, নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল এসব অভাবনীয় উন্নতির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ।

বক্তৃতা শেষে মন্ত্রী মোড়ক উন্মোচিত বই দু’টির প্রকাশক অনার্য প্রকাশনীর স্টল পরিদর্শন করেন ও বইমেলা ঘুরে দেখেন।

#

আকরাম/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৭

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তুরস্ক এবং ইতালির রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন (Ramis Sen) এবং ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও এলেসান্দ্রো (Antonio Alessandro) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আগামী ১-৩ মার্চ আনতালিয়া ডিপ্লোম্যাসি ফোরামের আসন্ন তৃতীয় সম্মেলনের ওপর আলোকপাত করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছানের কার্যকর অংশগ্রহণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। চলতি সনে বাংলাদেশের সাথে তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপন নিয়ে আলোচনা করেন তারা।

ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজায় যুদ্ধ, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তুরস্কে বাংলাদেশিদের বৈধ অভিবাসন বৃদ্ধি, অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধ, দু’দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয় বৈঠকে স্থান পায়।

ইতালির রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে বিশেষ অভিহিত করে বলেন, প্রায় ২ লাখ বাংলাদেশি অভিবাসী সেখানে রয়েছে যারা দু’দেশের অর্থনীতিতেই ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। বৈধ উপায়ে আরো বাংলাদেশি সেখানে নেওয়ার বিষয়েও আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চামড়াজাত পণ্য, অটোমোবাইল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ইতালির সহযোগিতা কামনা করেন।

মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূত উভয়েই ইতালিতে ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপাক্ষিক সফর ও ২০২৩ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সম্মেলনের সাইডলাইনে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রস্তাবে রাষ্ট্রদূত যৌথ চেম্বার অভ কমার্স প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব দেন।

#

আকরাম/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৬

**ডিআরএমসি’তে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক**

**প্রযুক্তিসম্পন্ন ল্যাব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রতিমন্ত্রী পলকের**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক আজ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের (ডিআরএমসি) উদ্যোগে আয়োজিত ‘৭ম ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল-২০২৪’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ল্যাব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রতিষ্ঠানটির জন্য রোবটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, থ্রিডি প্রিন্টারসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম ফেব্রিকেশন ল্যাব এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২ কোটি ব্যয়ে আরেকটি স্পেশালাইজড ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। তারাই ২০৪১ সালে সামরিক কর্মকর্তা, চিকিৎসক, আইনজীবী, গবেষক, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, সাংবাদিক কিংবা রাজনীতিবিদ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশে নেতৃত্ব প্রদান করবে। তিনি আরো বলেন, আজকের শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের আমরা যেভাবে গড়ে তুলবো ৪১ সালের বাংলাদেশ কিন্তু সেভাবেই গড়ে উঠবে।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রধান সমন্বয়কারী নরুন্নবী।

#

বিপ্লব/ফয়সল/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৫

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া চর্চা বাড়ানোর আহ্বান যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়া চর্চা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে ৫টি ক্রীড়া ফেডারেশনের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খেলাধুলার মাঠ রয়েছে। আমাদের সময়ে সেখানে নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা হতো। যদি দাবা বা এথলেটিক্স এর কথা বলি, এটি স্কুল পর্যায়েই সব থেকে বেশি চর্চা বা বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এখান থেকে যারা ভালো করতো, তারা পরবর্তীতে জেলা, বিভাগ পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়েও খেলার সুযোগ পেতো। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মাঝে খেলাধুলার চর্চা কমে গেছে। এ কারণে জাতীয় পর্যায়ে আগের মতো ভালো খেলোয়াড় উঠে আসছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি বেশি বেশি খেলাধুলা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

নাজমুল হাসান বলেন, যে ফেডারেশনই ভালো ফলাফল অর্জন করবে, তাদেরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সব খেলাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে পারফরম্যান্স ও সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে আমরা অগ্রাধিকার লিস্ট তৈরি করবো। তারপর আমরা একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবো। ক্রীড়াকে এগিয়ে নিতে স্পন্সর সংগ্রহ ও বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন কর্পোরেট বডির সাথেও বৈঠকে বসবেন বলে তিনি জানান। এছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনে সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করবেন বলেও জানান মন্ত্রী।

এর পূর্বে মন্ত্রী কাবাডি, দাবা, জিমন্যাস্টিক, হ্যান্ডবল ও ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের পক্ষে প্রধান তথ্য কমিশনার ও সভাপতি ড. আব্দুল মালেক, দাবা ফেডারেশনের পক্ষে সভাপতি ও সাবেক আইজিপি ড. বেনজির আহমেদ, জিমন্যাস্টিক ফেডারেশনের পক্ষে শেখ বশির আল মামুন, হ্যান্ডবল ফেডারেশনের পক্ষে সভাপতি এ.কে.এম নুরুল ফজল বুলবুল এবং কাবাডি ফেডারেশনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মেট্টোপলিটনের পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৪

**একুশে পদক-২০২৪ পাচ্ছেন ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিক**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের ২১ (একুশ) জন বিশিষ্ট নাগরিককে একুশে পদক-২০২৪ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম হলো: মৌ. আশরাফুদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর), ভাষা আন্দোলন; বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর), ভাষা আন্দোলন; জালাল উদ্দীন খাঁ (মরণোত্তর) শিল্পকলা (সংগীত); বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ, শিল্পকলা (সংগীত); বিদিত লাল দাস (মরণোত্তর) শিল্পকলা (সংগীত); এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর), শিল্পকলা (সংগীত); শুভ্র দেব, শিল্পকলা (সংগীত); শিবলী মোহাম্মদ, শিল্পকলা (নৃত্যকলা); ডলি জহুর, শিল্পকলা (অভিনয়); এম. এ. আলমগীর, শিল্পকলা (অভিনয়); খান মো: মুস্তাফা ওয়ালীদ (শিমুল মুস্তাফা) শিল্পকলা (আবৃত্তি); রূপা চক্রবর্তী, শিল্পকলা (আবৃত্তি); শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, শিল্পকলা (চিত্রকলা); কাওসার চৌধুরী, শিল্পকলা (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং); মো: জিয়াউল হক, সমাজসেবা; আলহাজ রফিক আহামদ, সমাজসেবা; মুহাম্মদ সামাদ, ভাষা ও সাহিত্য; লুৎফর রহমান রিটন, ভাষা ও সাহিত্য; মিনার মনসুর, ভাষা ও সাহিত্য; রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (মরণোত্তর), ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, শিক্ষা।

আজ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একুশে পদক-২০২৪ প্রদানের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

#

ফারজানা/ফয়সল/রফিকুল/রেজাউল/সেলিম/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৩

**ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির**

**লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করবে BIDA ও CWEIC**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একসাথে কাজ করবে বিডা (BIDA) ও কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল (CWEIC)।

আজ বিডা’র কনফারেন্স রুমে বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়ার সাথে The Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC) এর চেয়ারম্যান Lord Marland -এর মতবিনিময় সভা পরবর্তী প্রেস কনফারেন্সে নির্বাহী চেয়ারম্যান এ কথা বলেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, CWEIC বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশকে উপস্থাপনসহ কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলো থেকে অধিক হারে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেবে। সেই সাথে বাংলাদেশে CWEIC এর একটি হাব অফিস খোলা হবে যাতে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ খুব সহজেই অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে পারে এবং কমনওয়েলভুক্ত দেশসমূহ থেকে বিনিয়োগ আনতে পারে।

CWEIC -এর এর চেয়ারম্যান Lord Marland বলেন, CWEIC কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬ দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করে। আমাদের কাজ হলো কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের আর্থসামাজিক ও আবকাঠামো উন্নয়ন, পলিসি পর্যবেক্ষণ করা। সেদিক থেকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ¦ল। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারত ও নাইজেরিয়ার মতো বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বয়স ৩০ এর নীচে; সেই সাথে বাংলাদেশে রয়েছে বিশাল মার্কেট যা সহজেই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে। ঢাকায় CWEIC এর হাব অফিস স্থাপিত হলে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে বাংলাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিদেশি বিনিয়োগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে।

মতবিনিময় সভায় BIDA ও CWEIC এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ উন্নয়নে সহায়তার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে কাঠামো স্থাপন, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, CWEIC একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা কমনওয়েলথ সরকার প্রধানগণ কর্তৃক ম্যান্ডেট প্রাপ্ত হয়ে ৫৬টি সদস্য দেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বিনিয়োগ ও বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ১৪০টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে CWEIC সংস্থার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে CWEIC এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। CWEIC প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর সদস্যভুক্ত দেশে আন্তর্জাতিক বিজনেস ফোরামের আয়োজন করে থাকে।

#

প্রশান্ত/ফয়সল/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫২

**সরকারি কর্মচারীদেরকে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে**

**--- গণপূর্ত মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেছেন, সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস কাক্সিক্ষত পর্যায়ের নয়। দক্ষতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সাথে সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদান করে তাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে।

আজ রাজধানীর স্থাপত্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্থাপত্য অধিদপ্তর’ শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, স্থপতি এবং প্রকৌশলীগণ সমাজের সবচেয়ে মেধাবী সন্তান। নিজস্ব মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করলে মানুষের আস্থা অর্জন সহজ হবে। সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তুলনায় স্থপতিদের সম্পর্কে সমাজে নেতিবাচক ধারণা কম। এরপরও অনেক সময় কাজে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ পাওয়া যায়। অপর্যাপ্ত জনবল এবং কাজের পরিধি বৃদ্ধির কারণে এই দীর্ঘসূত্রিতা হতে পারে। এক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব পরিহার করে যথাশীঘ্র দ্রুত কাজ সম্পাদন করতে হবে।

দেশের জেলা পর্যায়ে স্থপতিদের কাজ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে গৃহায়ন মন্ত্রী বলেন, প্রকৌশলী, স্থপতি ও প্ল্যানার্সদের কাজের সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছার সমন্বয় ঘটলে দেশের অবকাঠামো খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব। রাজধানী ঢাকার বাইরে জেলা পর্যায়ে স্থপতিদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের স্বার্থে তা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ থেকে সুচারুরূপে কাজ করলে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সহজ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে স্থাপত্য অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবনের জন্য নকশা প্রণয়ন প্রতিযোগিতায় প্রথম ১০ জন স্থপতিকে পুরস্কৃত করা হয়। একই সাথে স্থাপত্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মীর মঞ্জুরুর রহমান এর সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনাসভায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর চেয়ারম্যান মোঃ আনিসুর রহমান মিয়া পিএএ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শামীম আখতার ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসিসহ স্থাপত্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/ফয়সল/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫১

**খাবার মানসম্মত না হলে ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানের সাথে রেলওয়ের চুক্তি বাতিল করা হবে**

**--রেলপথমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, খাবার মানসম্মত না হলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানের সাথে রেলওয়ের চুক্তি বাতিল করা হবে, যাত্রীদের ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

মন্ত্রী আজ রেল ভবনের সভাকক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ক্যাটারিং সার্ভিস এর সেবার মান এবং সার্বিক বিষয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিসের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী মানসম্মত খাবার প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী খাবারের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু যাত্রীদের অভিযোগ ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানগুলো বাসি রুটি ও গন্ধযুক্ত খাবার পরিবেশন করে। যারা ক্যাটারিং পরিচালনা করেন তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে, খাবারের মান ভালো করতে হবে। খাবারের মান খারাপ হলে বদনাম ক্যাটারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের হয় না। দুর্নাম হয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের, রেলমন্ত্রীর।

খাবারের মান স্বাস্থ্যসম্মত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়মিত মনিটরিং করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, কর্মকর্তাগণ যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে খাবার মানসম্মত হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পাবে এবং টিকেট কালোবাজারি বন্ধ হবে। ট্রেনে হকারদের উৎপাত বন্ধ করতে হবে, হকারদের সাথে বসে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে ।

জিল্লুল হাকিম বলেন, ট্রেনে যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি করতে হবে। যাত্রীদের অভিযোগ ট্রেন অপরিষ্কার এবং অনেক সময় বাথরুম ব্যবহার অযোগ্য অবস্থায় থাকে, যা মেনে নেওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধিতে পরিদর্শন বাড়ানোসহ নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মনিটরিং করার নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, রেলে যারা দায়িত্বে আছেন তাদের হাওয়া খেলে চলবে না, কাজ করতে হবে। ভালো কাজের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হবে। দায়িত্বে অবহেলার কারণে বদনাম হলে সে বদনাম মন্ত্রীর হয় এবং প্রধানমন্ত্রীকেও সে বদনামের ভাগীদার হতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর বদনাম হয় এমন কাজ সহ্য করা হবে না। সকলকে দায়িত্বে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

সকালে মন্ত্রী এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মহাপরিচালক Takeo Konishi ও কান্ট্রি ডিরেক্টর Edimon Ginting-এর সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েকে সহযোগিতার জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং চলমান প্রকল্পসমূহে আর্থিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতে যেসব প্রকল্প নেয়া হবে সেসব প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মহাপরিচালক এবং কান্ট্রি ডিরেক্টরকে অনুরোধ জানান মন্ত্রী।

#

সিরাজ/ফয়সল/রেজাউল/২০২৪/১৮৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৫০

**জলবায়ু প্রতিশ্রুতি পূরণে উন্নত বিশ্বের প্রতি পরিবেশমন্ত্রীর আহ্বান**

দুবাই (১৩ ফেব্রুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী উন্নত দেশগুলিকে তাদের জলবায়ু প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

দুবাইতে ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে বক্তৃতাকালে বিশ্বব্যাপী সংহতি এবং আস্থা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, কপ২৮-এর সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঐকমত্যের মাধ্যমে যে গতিবেগ তৈরি হয়েছে তা দৃঢ় করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন পূর্ববর্তী ঈঙচ-এ এই পর্যন্ত নির্গমন হ্রাস, বাস্তবায়নের উপায় এবং অভিযোজন অর্থ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করা হয়নি। তিনি বলেন, ‘এডাপটেশন গ্যাপ’ এবং ‘ফাইন্যান্সিং গ্যাপ’ এর মতো শর্তগুলির পিছনে মৌলিক ‘ট্রাস্ট গ্যাপ’ রয়েছে। তিনি এই আস্থার ঘাটতি পূরণের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কপ২৮-এ বিশ্বব্যাপী বিশ্বাস এবং সংহতি গড়ে তোলার প্রতি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিলো।

এই লক্ষ্যের অনুসরণে এবং এই বছরের শেষের দিকে বাকুতে কপ২৯-এর জন্য বিশ্ব যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে, মন্ত্রী চৌধুরী অভিযোজন এবং লস এন্ড ড্যামেজ মোকাবিলার জন্য তহবিল বৃদ্ধি করতে এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের পক্ষে কথা বলেন। তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সমস্ত কর্মকাণ্ড অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে সমস্যা আমরা তৈরি করছি তার চেয়ে দ্রুত সমাধান করতে হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীবর্গ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞগণ ও সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফয়সল/জয়নুল/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

Handout Number: 2949

**Environment Minister urges developed world to honor climate commitments**

Dubai, 13 February :

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury underscored the imperative for developed nations to deliver on their climate commitments.

Speaking at the World Government Summit in Dubai, Minister Chowdhury emphasized the pressing need for fostering global solidarity and trust so that the momentum created through the UAE Consensus during COP28 can be built upon and solidified.

Minister Chowdhury highlighted that commitments made at previous COPs thus far relating to emission cuts, means of implementation and adaptation finance have all been promises unkept.

Speaking at the Summit, Minister Chowdhury observed that behind terms like ‘adaptation gap’ and ‘financing gap’ lies the fundamental ‘trust gap’. He called for concerted efforts to bridge this trust deficit, asserting that COP28 prioritized building global trust and solidarity.

In pursuit of this goal and as the world prepares for COP29 in Baku later this year, Minister Chowdhury advocated for scaled up and equitable distribution of funds for adaptation and addressing loss and damage. All actions must be aligned to science and the absolute imperative of capping temperature increase to 1.5C. He asserted that we must solve problem of climate change faster than we are creating it.

Ministers, Climate Experts, Government High Officials from different countries around the world were present in the occasion.

#

Dipankar/Faisal/Rezaul/2024/1719 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৮

**এআই বিষয়ক আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার**

**--আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কথা বিবেচনা করে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বিষয়ক একটি আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, এটি নিয়ে প্রাথমিক আলাপ করা হচ্ছে। তবে এ আইন প্রণয়ন করার আগে অংশীজনদের সঙ্গে অবশ্যই আলাপ-আলোচনা করা হবে।

আজ সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘সেন্টার ফর এনআরবি’র একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সবসময় জনবান্ধব আইন প্রণয়ন করতে চায়। সেজন্যই বর্তমান সরকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ রেখেছে। প্রতিনিধি দলের প্রধান ‘সেন্টার ফর এনআরবি’র চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী বলেন, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশীজনদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশিরাও (এনআরবি) যাতে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে তাঁদের মতামত জানাতে পারেন, সে বিষয়ে তিনি পদক্ষেপ নিবেন।

আনিসুল হক বলেন, সময়ের চাহিদার কারণে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আদালত কতৃর্ক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন প্রণয়ন করেছে। ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রিটিশ আমলের সাক্ষ্য আইন যুগোপযোগী করা হয়েছে। এখন দেশি-বিদেশি সব শ্রেণি-পেশার মানুষ সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের সুফল পাচ্ছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ দেননি, তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরে এই দেশকে সোনার বাংলা গড়ার রূপরেখা তৈরি করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তাঁর দেখানো পথেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ১৫ বছরে তাঁর সরকার অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই-বোনদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

#

রেজাউল/ফয়সল/রেজাউল/২০২৪/১৭১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ সময় ৫২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৮৫৪ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/রেজাউল/২০২৪/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ২৯৪৬

**বন্দর ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে নেপাল**

**- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) ː

নেপাল চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দর ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মোংলা বন্দর ব্যবহারে বাংলাবান্ধা দিয়ে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে দেশটি। দেশটির অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশে লেখাপড়া করে। নেপাল স্থলপথে ভারতের কিছু অংশ এবং বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশে যাতায়াত করে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরীর সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে নেপালের রাষ্ট্রদূত জ্ঞানস্যাম ভান্ডারী (GHANSHYAM BHANDARI) সাক্ষাৎ করে এ আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন।

সাক্ষাৎ শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, ভারতের ২৩ কিলোমিটার ভূমি সরাসরি ব্যবহার করে কিভাবে নেপাল বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ রুটটি সরাসরি ব্যবহারে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল একসঙ্গে কাজ করবে। এ রুটটি চালু হলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। নেপালের পক্ষ থেকে বন্দর ব্যবহার করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণে দু’দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে কথা হচ্ছে।

#

জাহাঙ্গীর/আলমগীর/রবি/সাজ্জাদ/মানসুরা/২০২৪/১৫০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৫

**চট্টগ্রামে বিশ্ব বেতার দিবস উদযাপিত**

চট্টগ্রাম, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

আজ বিশ্ব বেতার দিবস। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘ শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার’।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ তোফায়েল ইসলাম আগ্রাবাদ বেতার ভবনে বেতার দিবসের উদ্বোধন করেন। পরে কমিশনারের নেতৃত্বে বেতার ভবন থেকে র‌্যালি শুরু হয়ে সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বেতার কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। র‌্যালিতে বেতারের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীরা অংশগ্রহণ করেন।

কমিশনার এ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, যখন টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেট ছিলনা সেসময় বেতারই ছিল বহিঃর্বিশ্বে যোগাযোগের একমাত্র উপায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কমিশনার বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে শুরু হয়েছে কমিউনিটি রেডিও। এ লক্ষ্যে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বেতারকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষ এখনো বেতার বার্তার ওপর বেশি নির্ভর করে এবং সমুদ্রে অবস্থানরত সকল নৌযান বেতার বার্তা শুনেই নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান নেয়।

পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#

প্রান্ত/আলমগীর/রবি/সাজ্জাদ/মানসুরা/২০২৪/১৩৪০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৪

**বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা**,** ৩০ মাঘ **(**১৩ ফেব্রুয়ারি**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সর্বস্তরের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সুসংগঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বাহিনীর সদস্যগণ নিজেরাই নৌকা ক্রয় করে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন এবং সফলতার সঙ্গে ‘অপারেশন জ্যাকপট’ পরিচালনা করেছেন। জাতির পিতার পরামর্শে নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯৭২ সালে প্রথম যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করে। তিনি ১৯৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ‘The Territorial Waters and Maritime Zone Act’ প্রণয়ন করেন। ফলে, নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশের নদ-নদী ও সমুদ্রের জলরাশিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার হয়। এই আইনের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আমাদের সরকারের উদ্যোগে সমুদ্র বিজয় সম্ভব হয়।

আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থেকেও সুনীল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের সার্বভৌম জলসীমায় নিরাপত্তা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি বিশেষায়িত বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে জাতীয় সংসদে ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিল’ উত্থাপন করে। উক্ত প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী একটি বিকল্প বাহিনী হিসেবে ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড’ প্রতিষ্ঠিত হলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর এ সংস্থাটি পূর্ণদ্যোমে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৬ সালে আমরা কোস্ট গার্ডকে ২টি টহল জাহাজ এবং ২টি রিলিফ বোট হস্তান্তর করি এবং ২০০১ সালে বিসিজিএস রূপসী বাংলা নামে একটি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেলকে কোস্ট গার্ডে কমিশন করি। তাছাড়া, সংস্থাটির অবকাঠামো স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করি।

২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের পর আমরা এ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ’, প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণ, সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ/নির্মাণ, অবকাঠামো নির্মাণ/বর্ধিতকরণসহ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করি। স্বল্প পরিসরে যাত্রা শুরু করে এ বাহিনী বিগত তিন দশকে পরিণত হয়েছে ৫১০২ জনের প্রশিক্ষিত বাহিনীতে, যার বহরে যুক্ত হয়েছে ২৮টি বিভিন্ন ধরনের জাহাজসহ সর্বমোট ১৭৯টি জলযান। গত ১৫ বছরে আমরা দেশের উপকূলীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোস্ট গার্ড এর স্টেশন ও আউটপোস্টসমূহে কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টারসহ কর্মরত সদস্যগণের বাসস্থান, ব্যারাক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করেছি। পটুয়াখালীতে নিজস্ব প্রশিক্ষণ বেইস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোস্ট গার্ড এর জনবলের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি, যা ‘বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা’ নামে কমিশন করা হয়েছে। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি ডকইয়ার্ড নির্মাণ করছি। অফসোর প্যাট্রোল ভেসেল, ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল, টাগ বোট, ফ্লোটিং ক্রেন, হাই স্পিড বোটসহ বিভিন্ন আকারের ৭৭টি জলযান নির্মাণ করে সংযোজন করেছি। আমরা গত বছর কোস্ট গার্ডে ২টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল, ২টি টাগ বোট, ১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ১০টি হাই স্পিড বোট কমিশন করেছি। এছাড়া, কোস্ট গার্ড এর অপারেশনার কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও বেগবান করার লক্ষ্যে দেশীয় শিপইয়ার্ডে ৪টি নতুন কোস্টাল প্যাট্রোল ভেসেল (সিপিভি) ও ৫টি রিভারাইন প্যাট্রোল ভেসেল (আরপিভি) নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছি। পাশাপাশি একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও স্মার্ট বাহিনীতে রূপান্তরের জন্য উন্নত প্রযুক্তির সমুদ্রগামী জাহাজ, হোভারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার ও দ্রুত গতিসম্পন্ন বোট সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আমরা পুরাতন আইনকে হালনাগাদ করে ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬’ প্রণয়ন করেছি।

-২-

সুনীল অর্থনীতি ও গভীর সমুদ্রে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এ বাহিনীর রূপকল্প ২০৩০ ও ২০৪১ অনুযায়ী যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন, নিজস্ব জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বাহিনী পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমি আশা করি, এ বাহিনীর উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা চলমান থাকবে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আমাদের সরকারের ‘রূপকল্প ২০৪১’, ‘সুনীল অর্থনীতি’ ও ‘বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রাখবে। আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিটি সদস্যকে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানাই।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/আলমগীর/রবি/মানসুরা/২০২৪/১২৩৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৩

**চলতি মৌসুমে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে ৩ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন**

রংপুর, ৩০ মাঘ, (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে এখন পুরোদমে চলছে আখ থেকে চিনি উৎপাদন কার্যক্রম। এ সুগার মিলে চলতি মৌসুমে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। এ মৌসুমে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার ২০০ মেট্রিক টন। ঠাকুরগাঁও সুগার মিল কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এ মৌসুমে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে এ মৌসুমে আখ মাড়াইয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৭০ হাজার মেট্রিক টন। এ পর্যন্ত ৬২ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করা হয়েছে।

আখ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে আখ চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। আখের সঙ্গে সাথি ফসল হিসাবে আলু, মরিচ, টম্যাটো, বাদামসহ অন্যান্য ফসল চাষ করা হচ্ছে। সরকার আখের দাম বৃদ্ধি করায় অনেক কৃষক নতুন করে আখ চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এছাড়া আখ চাষ বৃদ্ধি করতে ঠাকুরগাঁও সুগার মিল কর্তৃপক্ষ আখ চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঠাকুরগাঁও জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার চাষিরা আখ চাষে উদ্বুদ্ধ হলে সুগার মিলে চিনি উৎপাদন বাড়বে, যা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে।

#

মামুন/আলমগীর/রবি/মানসুরা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪২

**বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা**,** ৩০ মাঘ **(**১৩ ফেব্রুয়ারি**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১৪ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি অতি পরিচিত ও বিশ্বস্ত নাম। উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ, মাদকের বিস্তার রোধসহ সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় এ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙ্গরে কোস্ট গার্ডের বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলে বিগত বছরে চুরির ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অবদান রাখছে। এছাড়া দেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণ ও সমুদ্রে সরকার ঘোষিত মৎস্য অভয়ারণ্য বাস্তবায়নেও কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে কার্যকর অবদান রাখবেন।

সরকার কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে এ বাহিনীর যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের জলসীমায় নজরদারি বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্যগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/আলমগীর/রবি/শামীম/২০২৪/১২১৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪১

**শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সাম্পদ্রায়িক সম্প্রীতির দেশ। হাজার বছর ধরে এ ভূখণ্ডে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে একত্রে বসবাস করে আসছেন। স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করেছিলেন।

‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আমরা সকল ধর্মের উৎসব আনন্দমুখর পরিবেশে একসাথে উদ্‌যাপন করি। সকলে মিলে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি, তাই এই দেশ আমাদের সকলের। কাউকে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে দিব না। আমি আশা করি, আগামী দিনে সকল ধর্মের পারস্পরিক সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় হবে।

দেবী সরস্বতী সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানালোকের প্রতীক। বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী। আমি দেবী সরস্বতীর পূজা অর্চনা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহান/আলমগীর/রবি/মাসুম/২০২৪/১১৩০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪০

**শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা**,** ৩০ মাঘ **(**১৩ ফেব্রুয়ারি**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জ্ঞানার্জনে শ্রী শ্রী সরস্বতী দেবীর কৃপা অর্জনের লক্ষ্যেই ভক্তবৃন্দ সরস্বতী পূজা করে থাকেন। এ উৎসবে ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ দেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ঐতিহ্যেরই বহিঃপ্রকাশ। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাণী অর্চনার এই আবহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ সাম্প্রদায়িকতা, অজ্ঞানতা, কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি কল্যাণকর ও উন্নত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এ দেশের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই সুমহান ঐতিহ্যকে সুসংহত রাখতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার পথ পরিক্রমায় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত জ্ঞানভিত্তিক, উন্নত, সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হোক আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতিটি নাগরিক।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/আলমগীর/রবি/শামীম/২০২৪/১১৩৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ